বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

শেওলা স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজ)

স্থানঃ উপজেলা-বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট

আর্থিক সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন (আরএপি)

জানুয়ারী, ২০২৪

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার বড়গ্রাম মৌজায় অবস্থিত শেওলা শুল্ক (কাস্টম) স্টেশনকে কেন্দ্র করে শেওলা স্থলবন্দরের উন্নয়ন কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে, এইজন্য ২২.০২ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। শেওলা স্থলবন্দরের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করতে আবাসিক ও দাপ্তরিক ভবন সহ অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরো ৩.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। নতুন প্রস্তাবিত এই জায়গা স্থলবন্দর উন্নয়নের জন্য পূর্বের অধিগ্রহণকৃত জমি সংলগ্ন দুইটি ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত। অতএব, এই নতুন প্রস্তাবিত জায়গা একদিকে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত রেখা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে অন্যদিকে সদ্য নির্মিত আবাসিক এলাকায় সম্প্রসারিত হবে।

এই উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার প্রণীত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ ও বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গণনা করার জন্য একটি টীম গঠণ করা হয়েছিল। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টীম গত ০১ জুন ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী দল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে একটি পারিবারিক সমীক্ষা জরিপ করেছে। জমি অধিগ্রহণের ফলে সর্বমোট ২৩ টি প্লটের উপর প্রভাব পড়বে, যার মধ্যে ১৯ টি প্লট সম্পূর্ণভাবে এবং ৪ টি প্লট আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এখানে মাত্র ৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে যাহা ২২ জন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। তাহাদের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী সদস্য আছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বা আশেপাশে কোন আদিবাসিদের বাসস্থান নেই। ৫টি পরিবার ০.২৬৫ একর জায়গার মধ্যে আনুমানিক ৭৬৬৪ বর্গফুট স্থাপনার মধ্যে বসবাস করছে। বাদবাকি প্রস্তাবিত জায়গা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত-রেখা বরাবর অবস্থিত যাকে নো-ম্যানস ল্যান্ড হিসেবে ধরা হয়। ইহার প্রকৃতি পতিত ও অকৃষি ধরণের। ইহা ছাড়াও ১১০ টি বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ও আকারের গাছ এবং একটি পুকুর এই অধিগ্রহণের আওতায় পড়বে। কিন্তু বর্তমানে উক্ত পুকুরে কোন মাছ চাষ হয় না।

গত ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বাসভবন প্রাঙ্গণে খোলামেলা মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় অতীতের জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা ও প্রস্তাবিত ভূমি অধিগ্রহণের ফলে পুনর্বাসন বা বাসস্থান স্থানান্তর হওয়ার ব্যাপারে মতামত আদান প্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতি ৪.১০ অনুযায়ী পূর্বেই নোটিশ দিয়ে অবগত করে খোলামেলা মুক্ত আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতকারী দল প্রস্তাবিত সংশোধিত মাস্টার প্লান (লেআউট প্লান) সকলের সামনে প্রদর্শন করেন, জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবিত জায়গার সীমানা প্রদর্শন এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে মসৃণ ও ঝামেলা মুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি প্রত্যাশা করে।

জমি অধিগ্রহণের ফলে জমির ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ক্ষতিপূরণ আইনের (সিসিএল) অধীনে ২০০% অতিরিক্ত অধিহার (প্রিমিয়াম) যোগ করে ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। জমির শ্রেনী বিভাগ অনুসারে বাজার দরের তুলনায় অপ্রতুল মুল্যের ক্ষেত্রে বসতভিটা শ্রেনীভুক্ত জমির জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রস্তাব করা হয়েছে যা টপ-আপ হিসেবে অভিহিত। ক্ষতিগ্রস্ত গাছ ও অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ বর্তমান বাজারদরের (সিএমপি) সাথে ১০০% অতিরিক্ত অধিহার যোগ করে নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরোক্ত বিবেচনায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) এর সর্বমোট প্রাক্কলিত বাজেট ৩০.৮৬ মিলিয়ন টাকা। ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনাকারীদের জন্য জীবিকা সহায়তা ভাতা এই ক্ষতিপুরণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।